প্রভাতী।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত

কলিকাতা,
৪১নং সুকীয়াস্ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চেরি প্রেস
৩নং হুমায়ূন প্লেস, চৌরঙ্গি,
কলিকাতা।
১৩০৯।

মূল্য, বারো আনা।

উৎসর্গ।

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
সুহৃদ্বর-করকমলেষু।

অসংখ্য সদ্‌গুণরাশি সঞ্চিত করিয়া
তোমারে সৃজিল বিধি নির্জ্জনে বসিয়া।
সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি হে বন্ধু আমার,
শুচি-স্নাত তব স্পর্শে এ জীর্ণ সংসার।
সত্যপথে, শুদ্ধচিত্তে, অকুণ্ঠিতভাবে
সদা চলিয়াছ তুমি স্বধর্ম্মপ্রভাবে ;—
কভু কোন প্রলোভন গ্রাসেনি' তোমায়,
অক্ষুণ্ণ র'য়েছ তুমি আত্মমর্য্যাদায়।
ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র ভেদাভেদ নাহি তব কাছে ;
বিশ্বপ্রেমে তব প্রাণ উর্দ্ধে উঠিয়াছে !
তোমার কবিত্ব-সুধা প্লাবি' বঙ্গভূমি
ছুটে'ছে অনন্তধামে নীলাম্বর-চুমি'।
আপন ক্ষমতাবলে ওহে কবিবর,
ল'য়ে দেব-বরমাল্য হইও অমর !

সূচী।

প্রভাতী

পূজা।

হেরি' উজ্জ্বল অরুণ-উদয়
নীল-নির্ম্মল গগনে,—
নবীন মুকুল উঠিল ফুটিয়া
আমার কুঞ্জ-কাননে।
ধীরে, সযত্নে কোমল পুষ্পগুলি
অঞ্চল'পরে গুছা'য়ে লইনু তুলি';—
আপন কুটীরে আইলাম ফিরে'
রচিবারে মালাগাছি।
গাঁথিলাম হার প্রভাত-আলোকে
কণ্টকদল বাছি'।

এসেছি তোমার মন্দির-দ্বারে
দুরাশা-দৃপ্ত হৃদয়ে;—
পূজিবার আশা অন্তরে বহি'
শরণ লয়েছি, অভয়ে!

মন্দ পবন মন্থরে আসে বহিয়া,
শত বিহঙ্গ গাহিছে রহিয়া রহিয়া ;
জগতে আজিকে হেরি' চারিদিকে
বিকশিত উৎসাহ,
ভিক্ষুকবেশে এসেছি জননি,
করুণ নেত্রে চাহ।
দাঁড়া'য়ে রয়েছি অর্ঘ্যের থালি
কম্পিত করে বহিয়া,
লুব্ধ নেত্রে রয়েছি রক্ত-
কমলচরণে চাহিয়া !
চুম্বি' চরণ মানসভৃঙ্গ মোর
মধু পান করি' হ'ল উন্মাদ ঘোর।
স্তব্ধ, বিজন পূজার ভবন ;—
কোন বিপত্তি নাহি !
অনুমতি দেহ এবে পূজিবারে,—
শুধু ইঙ্গিত চাহি !

চন্দ্রমা-বিভা-নিন্দিত মুখে
আশ্বাসবাণী কহিয়া
বিশ্বমোহিনী দেবি, মোর বুকে
দিলে অমৃত ঢালিয়া !

শ্রীপাদপদ্মে সঁপি' দিনু হায় শিহরি',
উঠিল চিত্ত অতুলানন্দে বিভোরি'।
চরণের ছায় লুটানু ধূলায়
ভাসিয়া অশ্রুনীরে।
দয়াময়ি, তুমি কোলে তুলে' নিলে
এ দীন ভক্তটিরে!

আবেশ।

ঘুমেতে ছিলাম অচেতন।
সহসা কোকিল-কণ্ঠ জানাইয়া দিল মোরে
বসন্তের শুভ আগমন!

নয়ন মেলিয়া দেখি—নভোময় নবীনতা,
জগময় জীবন্ত হরষ!
উতলা মলয়ানিলে করিলাম অনুভব—
যেন কা'র হারাণো পরশ!

অতীতের তাপ-ক্লেশ—নিমেষের মাঝে যেন—
কোথা দিয়ে গেল মিলাইয়ে;
প্রকৃতির পূর্ণতায় কি মদিরা করি' পান
শূন্য প্রাণ উঠিল ভরিয়ে!

হেরি' এ উৎসবে আজি উচ্ছ্বসিত চারিদিকে
প্রীতি-পুণ্য শূন্যে, জলে, স্থলে,—
এ মোর ব্যাকুল হিয়া দিগ্বিদিক হারাইয়া
ডুবে' গেল অজ্ঞাত অতলে।

সূচনা।

আজি এ শুভ প্রভাতে, শান্ত শোভাতে,
স্নিগ্ধ মেদিনী মোহিয়া,
হের বিহঙ্গকুল—আনন্দাকুল—
উঠেছে প্রভাতী গাহিয়া
তপন-খচিত অম্বরতল
স্বর্ণকিরণে খর-উজ্জ্বল!
মন্থর নদী প্রেম-বিহ্বল
চলে কল্লোলে বহিয়া—
এই শিশিরসিক্ত-বায়ুহিল্লোলে
স্নিগ্ধ, মেদিনী মোহিয়া!

আজি এ মোর নীরব, নিভৃত কুঞ্জে
চম্পক-বেলা-মোতিয়া
ধীরে কোরকগর্ভে-ঘুমন্ত যত
অন্তর দে'ছে মেলিয়া!
মত্ত মধুপ গুঞ্জনগানে
তাহে ব্যাকুলিয়া আসে মধুপানে!
প্রকৃতি দিয়াছে মুগ্ধ পরাণে
লাজ-অঞ্চল ফেলিয়া।

তাই, কুঞ্জে মধুর হাস্যমগন
চম্পক-বেলা-মোতিয়া!

আজি জাগ্রত হেরি' আশা-উৎসাহে
প্রভাতোজ্জ্বল ধরণী—
ধীরে, ব্যাকুলচিত্তে, উচ্ছল জলে
চলিনু ভাসা'য়ে তরণী।
দু'ধারে বিটপী শিশির-ঝালরে
উঠিছে শিহরি' উষারুণ-করে।
গাহে বিহঙ্গ মঙ্গল-গীতি
জাগা'য়ে সুপ্ত ধরণী!
আজি বিহ্বলচিতে উছল নদীতে
চলেছি ভাসা'য়ে তরণী!

একি দুরাশা-কুহকে প্রভাত-আলোকে
তরণী চলিল ভাসিয়া!
কবে কি মোহমন্ত্রে থামিবে যাত্রা
কোন্ মায়াপুরে পশিয়া
কে জানে কখন্ এ হিয়া-বেদন
হইবে লুপ্ত লভিয়া চেতন!—

কে জানে সমুখে সাধনার ধন
কখন দাঁড়াবে আসিয়া!
এবে কোথায় চলিল জীবন-তরণী
আজি এ প্রভাতে ভাসিয়া

ফুলবালা।

কে তুমি গো ফুলবালা, বসি' একাকিনী
চাহি'ছ গাঁথিতে শুধু একগাছি মালা?
তোমারে মনেতে পড়ে—আধ'-আধ' চিনি;—
কবে যেন তুমি বিশ্ব করেছিলে আলা!

আজ তুমি এ বিজনে বসিয়া অনন্যমনে,
বকুল গাছের ছায়ে ছড়া'য়ে চরণ—
কাহারে ভাবিয়া যেন, করিছ যতন হেন
গাঁথিবারে ফুলহার, করিতে বরণ!
চারিদিকে দগ্ধমাঠে কৃষকেরা নাড়া কাটে,
পসরা লইয়া হাটে ছুটেছে পসারী,
খেয়াতরী—গান গে'য়ে— মাঝিরা চলে'ছে বেয়ে',
সুনীল অম্বরে বক উড়ে সারি সারি!—
তা'রি মাঝে আছ বসে' এলোচুল পড়ে খসে',
শিথিল অঞ্চলখানি মাটিতে লুটায়!
সব ভুলে', একমনে— তুমি গাঁথ নিরজনে
শুধু একগাছি মালা বকুল-তলায়!
অম্লান মুখের'পরে স্বেদবিন্দু খেলা করে,—
প্রভাত-কমলে যথা শিশিরের কণা।
পরিপূর্ণ তনু-মাঝে বিশ্বের লাবণ্য রাজে;
তোমারি চরণে মোর লুটায় কল্পনা!

সভয়ে এসেছি কাছে— সঙ্কোচে হৃদয় নাচে!
প্রসাদ-ভিখারী আমি অয়ি ফুলবালা,
বিসর্জ্জিব আপনারে সৌন্দর্য্যের পারাবারে
শুধু বারেকের তরে পরি' তব মালা!

মানসীপ্রতিমা।

হৃদয়ের বিম্বখানি পড়েছে আঁখিতে—
সেই আঁখি তুলে' তুমি দেখেছ আমায়।
বারেক চাহিয়া মুখে, অমনি চকিতে
বল অয়ি আকুলিতা, পলা'লে কোথায়?
সরমে জড়িত তব চঞ্চল চরণ,
লাজে আধ'-গুঞ্জরিত দু'খানি নূপুর,
স্খলিত, শিথিল তব তনু-আবরণ,—
অঙ্কিত রহিল চিত্তে অতি সুমধুর!
একাকী ছিলাম বসে' দগ্ধ দ্বিপ্রহরে
তটিনীর তটপ্রান্তে বকুলতলায়;—
কে জানিত সে বিজনে,—সেই অবসরে—
মানসীপ্রতিমা অয়ি, দেখিব তোমায়?
কল্পনার প্রতিমূর্ত্তি তুমি গো কুমারি,
মিথ্যা ভয়ে পলাইলে চিত্ত অধিকারি'!

অপরিচিতা।

কত যে বাসিরে ভাল,—বুঝা'ব কেমন করে'?
প্রেমে প্রকাশিতে নারি আছে সে অন্তর ভরে'
তোমারে হেরিব বলে' দিবানিশি বসে' আছি।
তোমারে পাইব বলে' সবে হৃদে রাখিয়াছি।
জগতের বিন্দুকণা কভু আমি নাহি ফেলি;
সবারে রাখিয়া বুকে আছি পূর্ণ আঁখি মেলি।
তোমারে পাইনা আমি,—তাই মোর ভালবাসা
আকণ্ঠ পূরিয়া আছে; না মিটি'ছে এ পিপাসা।
সুদূর গগনতলে—সুনিবিড় নীলিমায়,
শুভ্র, স্নিগ্ধ, জ্যোৎস্নালোকে, রবিকর-প্রতিভায়,
প্রশান্ত প্রান্তর-কোলে,—মন্থর, মধুর বায়ে,
তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন আমোদিত কুঞ্জ-ছায়ে,—
সবাতে তোমারে হেরি রয়েছ প্রচ্ছন্নে জাগি';
এ জগতে বাসি ভাল—সে শুধু তোমারি লাগি'।
দিবারাতি তব তরে আছি আমি পথ চে'য়ে,
এ কি চিন্তা অবিরাম আমারে রেখেছে ছেয়ে!
এ জীবন, এ যৌবন, ব্যাকুল এ হিয়াখানি
তোমারেই সঁপিয়াছি লাজ-শঙ্কা নাহি মানি'।

যদি ভুলে মনে পড়ে,—বারেক আসিও কাছে;
এ জীবন-মরুভূমে আর মোর কেবা আছে!
রে নিষ্ঠুরা, রে পাষাণি, রে মোর অপরিচিতা,
তোমারি তরে অন্তরে জ্বলিছে অন্তিম-চিতা!

পূর্ণকাম।

দূরে থাকি' শুধু তব ওই মুখখানি
ভালবাসিতাম সখি। ইচ্ছা হ'ত মনে—
ব্যথাপ্লুত বক্ষে মোর তোরে টানি' আনি'
জুড়াইব সব জ্বালা। অতি সঙ্গোপনে
সে বাসনা পুষে'ছিনু অন্তরের কোণে।
তুমি প্রাণাধিকে, মোর নিকটে আসিয়া
বুঝিলে আমার তৃষ্ণা। সজল নয়নে
করুণার অশ্রুবিন্দু দিলে বরষিয়া
আমার বুকের'পরে। গেল দুঃখ-তাপ
বহুদূরে পলাইয়া। শান্তির ছায়ায়
ভুলে' গেনু অদৃষ্টের যত অভিশাপ।
আপনারে ধন্য মানি' বিহ্বলের প্রায়
পড়িলাম ঘুমাইয়ে। জীবনে আমার
হ'ল নব-সঞ্জীবনী সুধার সঞ্চার!

নারীর প্রেম ।

পবিত্র প্রণয় এই জগতের মাঝে
সন্তর্পণে, সঙ্গোপনে লুকাইয়া আছে
রমণী-হৃদয়ে। তাহে, পুরুষের প্রাণ
নিশিদিন মহানন্দে রহে ভাসমান
নির্ম্মল কমল সম। উন্মাদ পবন
ছুটিয়া আসিলে তা'র পানে,—সে তখন
ঢুলিয়া প্রিয়ার বক্ষে,—প্রেম-সরোবরে
শুচিস্নাত হ'য়ে, পুনঃ নবীনতাভরে
চেয়ে দেখে স্বর্গ-পানে। তাই, মনে হয়-
জগতে নারীর প্রেম পবিত্রতাময়,—
পুরুষের পরম আশ্রয়! নারী বিনা
এ বিশ্বপ্রকৃতি শুষ্ক, আভরণহীনা!
শুধু রমণীর বিন্দু প্রেম করে' চুরি
আজি প্রকৃতির এত বিচিত্র মাধুরী!

প্রণয়-মাধুরী।

ভালবাসি,—তাই দিনরাত
পড়ে' আছি মুখপানে চে'য়ে;
দেখিতেছি—মাধুরীর ধারা
গড়ায়ে পড়িছে তোমা-ছেয়ে!
গাহ গান,—তাই গাহে পাখী,
হাস তুমি,—তাই ফোটে ফুল,
বিচরিছ,—তাই আজো বায়ু
ছুটিতেছে উন্মাদ, ব্যাকুল।
তুমি যবে এলাইয়া দেহ
নগ্ন তব তনুদেহখানি—
তখনি সে জ্যোৎস্না ফুটে' ওঠে
সুপ্ত হয় মোহমুগ্ধ প্রাণী।
তুমি পুনঃ মেল যবে আঁখি
তখনি আবার ওঠে রবি,—
তখনি জাগিয়া সপুলকে
ধন্যগান গাহে যত কবি!

পাইনু তোমারে কোন্ দিনে—
মনে নাই সে মিলন-ক্ষণ;
লভি' এবে ও স্নেহ-পরশ
পাইয়াছি নবীন জীবন।

তুমি মোরে কাছে নিলে ডাকি'
চারিচক্ষে কি যে হ'ল কথা!
পলকে অধরে কি বর্ষিলে?—
এল প্রাণে স্নিগ্ধ সরসতা!
সেই হ'তে পড়ে আছি আমি
ওই রাঙা চরণের তলে;
সেই হ'তে হেরিছে তোমায়
আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে।

প্রণয়ি-যুগল।

(পুরুষের উক্তি)

ছিলাম ব্যথায় বিকল-চিত্ত
স্বপ্নমগন, ক্ষুব্ধ-হিয়া!
তুমি সে তন্দ্রা ঘুচাইলে মোর
অধমে বক্ষে তুলিয়া নিয়া।
নব বিচিত্র বিমলানন্দে
অন্তর মোর উঠিল ভরি'।
কি মোহমন্ত্রে, পলকের মাঝে,
আমারে লইলে তোমার করি'!
এবে হৃদয়ের প্রতি কন্দরে
স্নিগ্ধ, শান্তিসলিল ঢালা,
এবে ও কোমল, করুণ চক্ষে
নেহারি আশার প্রদীপ জ্বালা।
হে মহিমাময়ি, সুরসুন্দরি,—
কে জানে কখন্ ফুরা'বে বেলা—
এস এইবেলা সাধ মিটাইয়ে
করি দুইজনে প্রেমের খেলা।
তুমি দিয়ো মোরে—খেলিবার ছলে—
সরমে গ্রথিত একটি মালা;
প্রতিদানে আমি আঁকিব অধরে
প্রণয়ের শুভচিহ্ন বালা!

(নারীর উক্তি)

ভালবেসে' বঁধু, আছি তোমা'সনে,
ফিরি তাই সদা ছায়ার প্রায়,
জীবনে আমার যাহা ছিল নাথ,
দিয়াছি সঁপিয়া যুগল পায়।
র'য়েছে কেবলি এক ফোঁটা লাজ,
কি ফল তোমার সেটুকু নিয়ে ?-
লভে না তৃপ্তি প্রণয়ীর প্রেম
সরমের বাঁধ ছুটা'য়ে দিয়ে।
লজ্জা-শিশিরসিক্ত এ প্রাণ
খুলে' দিব আমি তোমার কাছে,-
অরুণের নব স্বর্ণকিরণ
পড়ে' ঝলকিবে তাহার মাঝে।
সেই তো শোভন হে প্রিয় আমার,
সেই তো সাজিবে তোমায় ভালো ;-
কমলের মত এ হিয়া-মাঝার
জ্বেলে দাও তব প্রভাত-আলো।
সরম লইলে ঝরে' যা'ব আমি ;—
কায নাই নাথ। এমনি দূরে—
সুদূর গগনে বিরাজ' হে দেব,
চাহিয়া আমার হৃদয়-পুরে !

নিঃশেষ-দান।

তোমারে বুকেতে নিয়া দিগ্বিদিক্ হারাইয়া—
দেখিতেছি অনিমিখে ওই মুখখানি ;—
ওই দু'টি আঁখিমাঝে কি যেন লুকানো আছে,—
যেন কা'র সকরুণ বিদায়ের বাণী !
কে যেন আমার তরে আজিও আশার ভরে
নিশিদিন বসে' আছে মিলনের লাগি' ;
কে যেন গো চিরকাল ভাঙি' বাধা-অন্তরাল
তোমাতে লুকা'য়ে ধীরে রহিয়াছে জাগি'।
কবে যেন নিজ করে হৃদি-সিংহাসন'পরে
বসা'য়েছিলাম তা'রে মন-প্রাণ দিয়া,
আজো তাই থরে থরে ওই দু'টি আঁখি'পরে
হেরি—তা'রি স্মৃতিগুলি আছে বিকশিয়া !
ব্যাকুলিয়া তোমা'পানে অজানিত মোহ-টানে
তাই এ হৃদয় মোর উঠি'ছে উচ্ছ্বাসি' ;
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি' তোমাতে দিলাম ঢালি'
অর্ঘ্যে অর্ঘ্যে আজি মোর প্রীতি-পুষ্পরাশি।

সর্ব্বময়ী

সেই তপ্ত দ্বিপ্রহরে, বকুলতলায়
জীবনে প্রথম যবে দেখিনু' তোমায়
কল্পনা-সুন্দরি অয়ি, সেই দিন প্রাণে
উচ্ছ্বসি' উঠিল যেন অজ্ঞাত সন্ধানে
অপূর্ব্ব আবেগভরে প্রেম-প্রস্রবণ।
সেই দিন হ'তে এই নীরস জীবন
স্নিগ্ধ হ'য়ে গে'ছে মোর। অয়ি প্রাণপ্রিয়া,
সেই শুভ মুহূর্ত্তেই এই দগ্ধ হিয়া
তোমার চুম্বন-সুধা করিবারে পান
ছুটে'ছিল তোমা'পানে। গর্ব্ব-অভিমান—
যাহা-কিছু ছিল চিতে—তব মাধুরীতে
সে সব মিশা'য়ে দি'ছি।
অয়ি শুচিস্মিতে,
তারপর বহুদিন হইল বিগত;—
কত ছল-চাতুরীর লীলা শত শত
দেখাইলে তুমি।
শেষে, এক শুভপ্রাতে
আমারে হারা'য়ে আমি ফেলিনু' তোমাতে,—
নদী যথা হারায় সাগরে। আজি আমি
পরিপূর্ণকাম। এবে, শুধু দিনযামী'

তোমারে বসা'য়ে এই হৃদি-সিংহাসনে
গাহিতেছি তব বন্দ'-গান। একমনে
সেবিতেছি তোমারে যতনে। আর আশা
কিছু রাখিনাক। স্নেহ-ভালবাসা
যেটুকু দিয়াছ মোরে, তাহে প্রাণ মোর
কৃতার্থ হইয়া গে'ছে। ওই বাহুডোর
সকল বাসনা-বহ্নি দে'ছে নিবাইয়া
সুমধুর আলিঙ্গনে।
পৃথিবী ব্যাপিয়া
হেরি শুধু তোমারি মূরতি। এ সংসারে
তাই আর কেহ মোরে বাঁধিতে না পারে
মায়ার বন্ধনে। এবে শুধু তোমা'ময়
আমার অস্তিত্বটুকু হ'য়েছে বিলয়।

দুর্দ্দিন।

একি দুর্দ্দিন আসিল আজিকে
কাঁপা'য়ে মেদিনী সহসা;—
ভীম হুঙ্কারে ত্রাসি' দশদিশি
আইল মত্ত বরষা!
প্রভাত-সূর্য্য আবরি' আঁধারে
কালো মেঘরাশি নাচে চারিধারে।
ছুটে' উন্মাদ বায়ু হাহাকারে
নাহি হেরি কোন ভরসা!
একি দুর্দ্দিন আইল ঘনা'য়ে
কাঁপা'য়ে মেদিনী সহসা।

চলেছিনু' ধীরে বাহিয়া তরণী
নব বসন্ত-পবনে—
হেরি' নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ধরণী
সজ্জিত নব ভূষণে।
অম্বরতল আলোকি' তখন
উঠেছিল নব অরুণ-কিরণ;
পিক-কুহুরব নবীন জীবন
আনি' দিতেছিল ভুবনে;—
তা'রি মাঝে আমি বে'য়েছিনু' তরী
নব বসন্ত-পবনে।

আশা ছিল—না'য়ে প্রিয়ারে লইয়া
গা'ব গান প্রাণ খুলিয়া,
তটিনী-উপরে তরণী চলিবে
ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া।
ভাবি নাই কভু—এমন সুদিন
মেঘরাশিমাঝে হইবে মলিন।
ভাবি নাই হায়,—হ'ব আশাহীন
তরী'পরে পাল তুলিয়া!
বড় আশা ছিল—প্রেয়সীর সাথে
গা'ব গান প্রাণ খুলিয়া।

এবে ভাবি মনে,—মানবজীবনে
কোনই ভরসা নাহি রে!
চিরদিন হাসি—অশ্রুর মাঝে—
ডুবি'ছে ভিতরে, বাহিরে!
বড় আনন্দে ভাসাইনু' তরী
শান্ত নদীতে আপনা-পাসরি'।
এবে জলরাশি "খল-খল" করি'
উঠে ভৈরবী গাহি রে!
তাই ভাবি মনে, মানবজীবনে
কোনই ভরসা নাহি রে!

দুর্দ্দিনের আশীর্ব্বাদ।

সন্ধ্যাবেলা। শ্রান্ত হিয়া, মর্ম্ম ভারাতুর,
সঙ্গীতের উন্মাদনে ছিলাম ভরপূর।
পক্ষীগুলি চিৎকারিয়া কুলায়পানে ধায়;
সঙ্গীহারা, ক্লিষ্ট, একা বসিয়া আছি না'য়।
গভীর ব্যথা বহিয়া বুকে, অন্যমনে, একা
ভাবিতেছিনু'—তাহার সনে পুনঃ কি হবে দেখা?

এমনকালে পূর্ব্ব হ'তে মত্ত 'হাহা' রবে
উঠিল মাতি' বাদলবায়ু কাঁপা'য়ে মোরে যবে,—
তখনি আমি ত্রস্তচিতে চাহিনু' চারিধারে—
পশ্চিমেতে নীরদঘটা হেরিনু' পরপারে!
এমনি করে' অস্তাচলে রক্ত আভাখানি
ডুবিয়া গেল জলদজালে কেমনে নাহি জানি!

সহসা প্রাণে জাগিল ভয়, নয়ন গেল ভরি';
লুটিনু' আমি হতাশ-প্রাণে বাঞ্ছিতেরে স্মরি'।
ব্যথায় ভরা হৃদয়খানি চাপিয়া দুই করে—
ডাকিনু' ধীরে, খিন্ন-গলে তাহারে সকাতরে;—
"এসগো দেবি, পরাণপ্রিয়া, এসগো প্রাণময়ি,
দুরন্ত এ দুর্দ্দিনেতে আমারে কর জয়ী!"
ধ্বনিল বাণী বজ্রালোকে ধাঁধিয়া দুনয়ন—
"মরণ মাঝে লভিয়ো তুমি উজ্জ্বল জীবন!"

অদৃষ্ট।

প্রত্যূষ হ'তে সন্ধ্যা অবধি,—
শৈশব হ'তে মরণে,
তব বিচিত্র বিধানে বিশ্ব
লুণ্ঠিত তব চরণে!
বিশ্ববাসীরে বক্ষে তুলিয়া,
অদ্ভুতরূপে অট্ট হাসিয়া,
কভু স্নেহে, প্রেমে—শান্তি ভরিয়া
দিতেছ তা'দের জীবনে,—
কভু নিরাশায় ডুবাইছ হায়,
নির্দ্দয় পাদ-পীড়নে!

একি অপূর্ব্ব উৎসাহ তব
ওগো দুর্দ্দম প্রণয়ি!—
জগতের সনে একি খেলা তব
হে দুর্দ্দান্ত বিষয়ি?
তব অনন্ত ইচ্ছার সনে
বেঁধেছ সবারে মায়া-বন্ধনে;
তুচ্ছ করি'ছ হাসি-ক্রন্দনে।
তুমি অদম্য বিজয়ী!
ত্রিলোকে নিত্য অপ্রতিহত
তুমি দুর্দ্দম প্রণয়ী।

কি মহান্ তব রুদ্র পিপাসা
অম্বরতল আবরি'—
নিখিলের প্রতি গুহা-কন্দরে
উঠি'ছে নিত্য শিহরি'!
ক্লান্ত জগৎ চরণে তোমার
বশ্যতা মানি' নমে' বার বার।
শুষ্ক, জীর্ণ হৃদয় তাহার
মরি'ছে গুমরি' গুমরি';—
তবু তুমি তা'রে মুক্তি দিবে না,
রেখেছ চিত্তে আবরি'!

মহা রহস্যে মগ্ন রহিয়া,
অজ্ঞাত তব করেতে
মৌন মহিমা রেখেছ ব্যাপিয়া,—
কি শুভ-সিদ্ধি-তরেতে?
আদি কি অন্ত তোমার কোথায়
কল্পনা তাহা খুঁজিয়া না পায়!
শুধু প্রাণ মোর স্বপ্নের প্রায়
বুঝেছে—তোমারি বরেতে—
অতীতের মাঝে বিজড়িত সে যে
তব অজ্ঞাত করেতে।

ব্যথিতের উক্তি।

(১)

এ সংসার নহেরে আমার।
যা'রে বাসিলাম ভাল তাহারি অন্তরখানি
কঠিন, লৌহের কারাগার!
পশিয়াছি কতবার কত পরাণের মাঝে,—
হেরিয়াছি, শুধু মরীচিকা!
ধাইয়াছি কতবার কত সৌন্দর্য্যের কাছে,
সবি কিন্তু বাসনার শিখা!
যাহারে ধরিতে বুকে বাড়া'য়েছি বাহু
সে তো ধীরে গে'ছে মিলাইয়া,—
শূন্যতা আঁকড়ি' বুকে নিয়েছি টানিয়া,
শ্রান্ত, খিন্ন হইয়াছে হিয়া।
অসার, অনিত্য হেথা যাহা-কিছু দেখি,
শুদ্ধ প্রেম নাহিরে হেথায়।
নিমেষের তরে আসি' সবি এ জগতে
নিমেষেতে লীন হ'য়ে যায়!
অনিত্যতে তৃপ্তি নাই!—একথা আজিও
প্রাণে মোর করেনি' আঘাত,—
বুঝি নাই বলে' মোর এত জ্বালা প্রাণে,—
তাই নিশি হয় না প্রভাত!

কেমনে পঙ্কিল জলে মিটাইব তৃষা ?—
প্রেম,—সে যে স্বরগের সুধা !
সকলি বিষাক্ত হেথা, এখানে কেমনে
মিটাইব জীবনের ক্ষুধা ?

আকাশের চাঁদ হেরি' ভাবিয়াছি মনে—
প্রতিবিম্ব পড়ুক্ হৃদয়ে ;
তারকা হেরিয়া, তা'রে চেয়ে'ছি রাখিতে
অন্তরের নিভৃত আলয়ে ;
পবন বহিয়া গে'ছে মর্ম্মরিত তানে
চুমিতে তাহারে গে'ছি ছুটে' ;—
আশার সমাধি'পরে নিরাশা-কুসুম
হেনরূপে উঠিয়াছে ফুটে' !
এবে এ জীবন-মরু বহুদূরব্যাপী,
রৌদ্র-তপ্ত দ্বিপ্রহর তাহে ;—
নিদ্রার পাথারে নামি' শান্তি-বারিকণা
প্রাণ মোর তাই পে'তে চাহে
শান্তি কোথা ! শান্তি কোথা এ পৃথিবীতলে ?
সবি মায়া, ছলনার ঘোর !
সবাই আপন স্বার্থে, আপনার নিয়ে
আপনাতে রয়েছে বিভোর।

দুরন্ত ধরার মাঝে কে পারে বাঁচিতে
না লভিয়া বিন্দু সুখলেশ ?
কে পারে রহিতে স্থির যাহার জীবনে
যাতনার নাহি কোন শেষ ?
দ্বারে দ্বারে সকলেরে সাধিনু' ঘুরিয়া
দিতে বিন্দু প্রেমভিক্ষা মোরে,
সবাই করিল দান—অতৃপ্ত বাসনা
মোর এই করপুট ভরে'।

(২)

এখনো বিশ্বাস মোর রহিয়াছে প্রাণে ;
সে স্বর এখনো পড়ে মনে,—
এখনো শুনিতে পাই মৃদু প্রতিধ্বনি
যবে বসে' থাকি নিরজনে।
সংসারে না পাইলাম শান্তির আভাস
খুঁজিয়াছি তন্ন তন্ন করে' ;
আঁখি মোর অশ্রুহীন হ'য়ে গে'ছে এবে,—
অন্তরেতে রহিয়াছি মরে'।
যাও তবে হে সংসার, হে নির্দ্দয় ধরা,—
যাও চলে',—ছেড়ে দাও দাসে ;

অশান্তি বাড়া'য়ে আর প্রতিদিন মোরে
বাঁধিয়ো না শত মায়াপাশে।
হে মোর অন্তরতম বিশ্বাস মহান্,
ওরে মোর প্রতিধ্বনি বালা,
মূর্ত্তিমান হও প্রাণে তোমরা দু'জনে,—
কর মোর এ অন্তর আলা!
যুগলমূরতি যথা হেরি' বৃন্দাবনে
আকুলিত হ'ত গোপনারী,—
তেমতি বিশ্বাস, তুমি দাঁড়াও বামেতে
ল'য়ে মৃদু প্রতিধ্বনি তাঁরি।
আমি হেরি' ও যুগলে ভুলি দুঃখ-তাপ
নিমেষের—পলকের মাঝে,
যাই ভুলে' মিথ্যা যত বাসনার জ্বালা,
ভুলে' যাই যত মিথ্যা কাযে।
তখন সংসার আর পা'বে না ধরিতে
আমারে একান্তে তা'র বুকে;
তখন স্মরণে রাখি' ও যুগলরূপ
বেড়াইব অবিকারে, সুখে।
কোন দুঃখে, কোন দৈন্যে, কোন অভিশাপে
তখন হ'ব না আমি নত;—
সংসারে থাকিয়া আমি হ'ব দূরবাসী
সুপবিত্র তারাটির মত।

জাগ তবে হে বিশ্বাস, অয়ি প্রতিধ্বনি,
মূর্ত্তি ধরে' দোঁহে ওঠ ফুটি';
নির্লিপ্তে নেহারি বিশ্ব, তোমাদের পায়ে
মধু পান করি আমি লুটি'।

নিবেদন।

ক'দিনের খেলা নাথ, ক'দিনের প্রাণ
নিমেষে, ইঙ্গিতে তব সবি অবসান!
কেন তবে এত তর্ক, এত অহঙ্কার!—
কেন তবে এত তৃষ্ণা—এত হাহাকার?
কা'র তরে এত করি ভুলিয়া তোমায়,
কেন মিছে নিশিদিন ডুবি হে মায়ায়?
কতদিন, কতবার, কত অসময়ে
তোমারে ভুলেছি প্রভু, বিষম সংশয়ে!
সারাবিশ্ব খুজিয়াছি শান্তিকণা তরে,—
ফিরিয়াছি শুধু শেষে সন্তপ্ত অন্তরে।
তোমা-বিনা শান্তি আর নাই—নাথ, নাই!
তোমাতেই তাপিতের জুড়া'বার ঠাঁই।
এস তবে হৃদয়েশ, হৃদি-সিংহাসনে!—
পূজিব চরণদু'টি অসীম যতনে।
তোমা-পানে চেয়ে চেয়ে,—শুধু ভালবেসে'
অঞ্জলিব মন-প্রাণ চরণ-উদ্দেশে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যেথা আনন্দে নিয়ত
নাচিয়া নাচিয়া ফেরে বন্দনায় রত,
যে চরণে জন্ম পেয়ে প্রেম-মন্দাকিনী
শত শত ভকতের চিত-প্রবাহিনী,—

সেই স্নিগ্ধ পা'দু'খানি রাখ হৃদিপুটে,—
মরুতে উঠুক্ শত শতদল ফুটে'।
আর কি চাহিব দেব?—নাহি অন্য আশা;
পূর্ণ কর এ অসহ্য প্রাণের পিপাসা।

দুর্য্যোগে।

কতদিন বল প্রিয়,
আশা-পথ চাহি'
ভগ্ন জীবনের শূন্য
তরীটিরে বাহি?
উন্মত্ত, চঞ্চল বায়ু
গর্জ্জে চারিদিকে;
একাকী র'য়েছি বসি'
চাহি অনিমিখে।
সাগরের কোনধারে
অন্ত নাহি হেরি।
অম্বরে জলদপুঞ্জ
আসিয়াছে ঘেরি';
সজল, শ্যামল মেঘ
বীচিমালা'পরে
সুনিবিড় কাল ছায়া
আঁকে থরে থরে।
তাণ্ডবে নাচি'ছে সিন্ধু
মত্ত ভীমরবে।
কহ নাথ, এ দুর্য্যোগে
দীনের কি হবে!

কবে বল প্রিয়তম,
দরশন দিয়ে
যা'বে মোরে সঙ্গোপনে
বুকে তুলে' নিয়ে!
আশা যে রাখিতে নারি
তরঙ্গ-পীড়নে!
মনে হয়—বুঝি ডুবি
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে!
উদ্দাম তরঙ্গ রঙ্গে
নাচি'ছে ভীষণ!
কর রক্ষা, পূ'র আশা,
হে দীনশরণ!

অসহায়।

লক্ষ শত বাসনার তীব্র হাহাকার
রুধিয়া বক্ষের কোণে—হে বন্ধু আমার,
অবসন্ন হ'য়ে এবে ধরেছি চরণ;—
তোমারে আপন জেনে' সঁপেছি জীবন।
যদি দয়া কর তবে ঘুচিবে দুর্দ্দশা,—
অন্যথা জীবনে আর নাহিক ভরসা!

উদ্বোধন।

কি লাগিয়া অশ্রুজল, কেন এ নিশ্বাস?
কেন করি নিশিদিন এত অবিশ্বাস
আপনারে?
হে মহান্, যদি কোনদিন
আপনারে করে' থাকি অপূর্ণ, মলিন;
যদি কোন প্রলোভনে হ'য়ে আত্মহারা
পাপে ডুবে', কভু হ'য়ে থাকি তোমা'ছাড়া,—
তবে সে অতীত-লাগি' কেন নিরাশায়
প্রতিদিন ডুবিতেছি? বিগত-চিন্তায়
কেন ভবিষ্যৎ মোর—ঘোর তমসায়—
করি নিত্য সমাচ্ছন্ন?
এ ফুল্ল ধরায়
ক'দিনের তরে নাথ, মোর আগমন?—
শুধু দু'দিনেরি খেলা করি সমাপন
আবার তোমারি কোলে ফিরে' যাব।
তবে
আপনার কেন সদ্ভাব না র'বে?
কেন তবে হাসিমুখে কর্ত্তব্য না সারি',
শুধু ভালে কর হানি', অদৃষ্টে ধিক্কারি'
ফিরিতেছি শুধু "হাহা" করি? এ জীবনে
নাহি কি কোনই আশা?

তবে, এ ভুবনে
কেন আজো মোর কাছে ফুটিতেছে ফুল?
কেন তবে আজো হেথা মলয় আকুল
করে মোরে আলিঙ্গন বন্ধুর মতন?
কেন তবে চন্দ্রালোকে হয় না কৃপণ
আমারে আনন্দ দিতে? কেন তবে আজ
শত বিহঙ্গের কণ্ঠ এ শ্রবণ-মাঝ
পশিয়া, করি'ছে মোরে পুলকে বিভোর?
যদি আমি এত ঘৃণ্য, পাপে হিয়া মোর
যদি গো এতই হ'য়ে থাকে অসহায়,
তবে কেন এ ধরণী এত করুণায়
করি'ছে আমায় সিক্ত? তবে কেন প্রাণে
এখনো উপজে শান্তি যবে ঊর্দ্ধপানে
নেহারি—নির্ম্মল, নীল, স্নিগ্ধ নীলাম্বর?
তবে কেন আজো যবে শুনি কলস্বর
পুণ্যতোয়া তটিনীর—ধীরে মনে হয়—
যেন আশা শুনাইছে স্বপ্ন-মোহময়
মধুর সঙ্গীতধ্বনি!
তব দয়া যদি
এতভাবে, এতরূপে মোরে নিরবধি
করিতেছে সযত্নে পালন, তবে কেন চিতে
দাওনাক গভীর বিশ্বাস? সৃষ্টি-মাধুরীতে

চিরদিন কেন তবে এই শ্রান্ত হিয়া
তোমারি মাঝারে সদা রহেনা মজিয়া
আপনাতে-আপনি-আকুল ?
কেন নাথ,
এ জীবনে আননাক নির্ম্মল প্রভাত
নব নব স্ফুট আশা-সনে ? অন্ধকারে
পারিনা বাঁচিতে আর। এত হাহাকারে
তব গাঢ় অনুভূতি হয়না রাজন্ !
দাও শান্তি, দাও প্রীতি, দাও শ্রীচরণ,—
সাধিব তোমার কর্ম্ম। দাও দেখাইয়া
কোন্‌খানে রহিয়াছে মরমে মরিয়া
আমার আমিত্বটুকু। দাও গো বুঝা'য়ে
বজ্রনাদে ভয়ঙ্কর,—কণা-কণিকায়
তোমারি অস্তিত্বরাজে। এই বিশ্বময়
তোমারি অনাদি সত্তা নানারূপে রয়
তোমারি ইচ্ছার বলে। হেথা তোমা-বই
আর অন্য গতি নাহি। যে নিশ্বাস লই
এও সে তোমারি দান। এই যে শরীর
এও নাথ, তোমারই পবিত্র মন্দির !

চেতনা উঠুক্ জাগি' এ নীরস প্রাণে
শৈলমাঝে নির্ঝরিণী সম। তব টানে

সপুলকে ছুটে' যাই জগতের মাঝে
আপনাতে-আপনি-অটল। সব কাযে
যেন কভু না ভুলি তোমায়। নিরাশায়
যেন নাহি ডুবি আর। আপনার পায়
যেন গো দাঁড়া'তে শিখি। ব্যর্থ আশঙ্কায়
যেন গো কর্ত্তব্য কায না ভুলি হেলায়
লজ্জা-ভয়-বিকম্পিত প্রাণে। এ ধরায়
আমিও তোমারি পুত্র। কখনো হেথায়
হেঁটমুখে কাটা'ব না কাল। নিজবলে
সাধিব বীরের মত কর্ত্তব্য সকলে
আত্মসম্ভ্রমের বর্ম্মে আবরিয়া দেহ।
কর আশীর্ব্বাদ প্রভু, অযাচিত স্নেহ
সর্ব্বদা এমনি যেন এ দীনের'পরে
রহে তব। আশীর্ব্বাদ কর ক্ষণতরে!
দেখ দেব, কোন্ বলে হ'য়ে বলীয়ান্,
তুচ্ছ করি' হিংসা, দ্বেষ, শূন্য অভিমান,
তোমারে রাখিয়া হৃদে, নবোৎসাহ ভরে
অক্ষম এ পুত্র তব পুনঃ কায করে
তোমার আদেশ মত।
হে বিশ্বদেবতা,
ক্ষুদ্রপ্রাণ হতে পারি,—তবু যথা তথা
এত অপমানজ্বালা না পারি সহিতে।

আপনার সনে দ্বন্দ্ব করিয়া তিষ্ঠিতে
বল দেব, পারে কোন্ জন?
　　　　　　　　　　　তোমারি কৃপায়
এ জীবন ল'য়ে আজো বাঁচিছে হেথায়
সেই দান করি' অবহেলা, কোন্ মুখে
লাঞ্ছনার ডালি বহি',—ম্লান অধোমুখে
রয়েছি দাঁড়া'য়ে? প্রভু, আর নাহি পারি!
আমিও অমৃত-পুত্র নহি গো ভিখারী!
অতীতের ম্লান স্মৃতি ফেল উৎপাটিয়ে
পূর্ণানন্দে ভরুক্ হৃদয়।
　　　　　　　　　　পুনঃ উল্লাসিয়ে
ধে'য়ে যেতে' চলে' যাই কর্ত্তব্যের টানে
মদোন্মত্ত ঐরাবত সম।
　　　　　　　　　　তব পানে
এমনি করিয়া নাথ, বাঁধিয়ো আমায়
যেন আর এ জীবনে কোন ক্ষুদ্রতায়,
সংশয়ের সমস্যার কোন প্রতিঘাতে
নাহি ছেঁড়ে সে বন্ধন।
　　　　　　　　　　উজ্জ্বল প্রভাতে
নব আশাসনে প্রাণে হও হে উদয়।—
যা'ক্ মিশে অন্তরের কম্প-লজ্জা-ভয়,
ব্যর্থ বাসনার এই তীব্র হাহাকার
পরিপূর্ণ প্রশান্তির স্নিগ্ধতামাঝার!



অনুতাপ।

কেন মিছে?—দূর হোক্ শূন্য অভিমান।
চাহি'ছে লভিতে স্বাস্থ্য এ জীর্ণ পরাণ!
আকাশ-কুসুম প্রায় অশেষ বাসনা,
তৃপ্তিহীন, শান্তিহীন আত্মপ্রতারণা,
অবিশ্বাস সন্দেহের গর্ব্বিত সঞ্চয়;—
তিলে তিলে ছাইয়াছে এ জীর্ণ হৃদয়।
আমি আজ তবু মিছে দৃপ্ত দম্ভভরে
মুঠি' মুঠি' ধূলি ফেলি লোকচক্ষু'পরে।
সবারে ছলিয়া আমি রিক্ত আপনাতে,
মলিনতা বহিতেছি শুধু মোর মাথে।
এ পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত তরে
আজি মোর তপ্ত চিত্ত চাহে সকাতরে।
হে মোর অন্তরতম বিশ্বাস মহান্,
আমার সুযোগ্য শাস্তি করহ বিধান!

নিবারণ।

ক্ষান্ত হও বীণা মোর, গাহিও না গান।
ও গানে ব্যাকুল হয় শুধু এ পরাণ!
নিবৃত্তির সুখসুপ্তিমাঝারে পশিতে
ও গান আমারে কহে নীরবে, নিভৃতে।
চাই জাগরণ, চাই স্নিগ্ধ স্বাধীনতা!
চাই শান্তি;—চাই চিত্তে স্থির নির্ভীকতা!
রাত্রিদিন নতশিরে পারিনা বাঁচিতে,
চাই সঁপিবারে প্রাণ জগতের হিতে।
তোমার করুণ সুরে, নিত্য গৃহকোণে
পলে পলে লভিতেছি সঙ্কীর্ণ মরণে।
থাম' তুমি বারেকের তরে একবার,—
সে সুযোগে সারি' লই কর্ম্ম আপনার;
সেই অবকাশে—দূরে ফেলি' অহঙ্কার—
সর্ব্বোপরি রাখি চিত্তে মর্য্যাদা আত্মার!

বর্ষ-আবাহন।

আসে ওই নূতন বরষ!
দূর করি' দিব মোরা যত শ্রান্তি জীবনের,
যত সব কল্পনা অলস।
হের— পরি' নবভূষা হাসিয়া আসিছে উষা
গাহি গান নবীন সুস্বরে,
হের— কলকণ্ঠরবে জাগিয়া উঠি'ছে ভবে
শুভ হাস্য প্রতি ঘরে ঘরে!
নির্ম্মল অম্বর-তলে মেঘ'পরে পলে পলে
ইন্দ্রধনু করিয়া রচনা,
জ্বলন্ত উৎসাহে মাতি' অরুণ উঠি'ছে ভাতি'
ভুলাইতে জীবের যন্ত্রণা!
"কুলুকুলু" ধ্বনি করি' স্মৃতির বাহিনী—মরি
তরঙ্গে রঞ্জিয়া রবিকর
পিছে রাখি' কুয়াসারে ছুটে' আসে অভিসারে
নব-আশে প্রফুল্ল অন্তর!
অন্ধকারে নিমগন গতবর্ষ পুরাতন
আজি যেন মুচকি' হাসিয়া
অনন্ত অতীত সনে মিশে যায় ক্ষণে ক্ষণে
নূতনে রাজত্ব সমর্পিয়া।

অনিল-প্রবাহে আজি নবরাগ উঠে বাজি' !
বিশ্বমাঝে বহিয়া হরষ
আসিল সুখের দিন, শোক-দুঃখ হ'ল লীন।
ওই এল নূতন বরষ !
এস এস নূতন বরষ !
অসাড়, নির্জ্জীব প্রাণে নব-সঞ্জীবনী দানে
আন বিশ্বে বিমল সন্তোষ !
অদৃষ্টের অভিশাপে জীর্ণ মোরা শোকে তাপে ;
আমাদেরে তোল জাগাইয়া !
রুদ্র রাগিনীর গীতি গাহ তুমি নিতি নিতি
কর্ম্মক্ষেত্রে লহ মাতাইয়া !
বীজমন্ত্র জীবনের বলে' দাও আমাদের,
—কর্ম্মযোগী কর পদানতে।
আনন্দে উন্নত কর, অবসাদ অপহর',—
পূর্ণ কর ক্ষুব্ধ মনোরথে !
ওই এল নূতন বরষ !
নূতনে বরিয়া আন ; ছাড় কণ্ঠে একতান,
জীবনেরে করহ সরস।
পুরাতন হ'ল গত ; জীবনের ত্রুটি যত
তা'রি সাথে—অতীতের মাঝে—
ডুবাইয়া দাও ধীরে ; জীর্ণ, ম্লান স্মৃতিটিরে
ভুলে' যাও জগতের কাযে।

চেয়ে দেখ—কি উজ্জ্বল সুপ্রভাত সুবিমল!
কি অমৃত পিক-কণ্ঠে ঝরে!
কি আশা করিতে পূর্ণ দুঃখরাশি আজি চূর্ণ,
—আনন্দ বিরাজে ঘরে ঘরে!
আজি অতীতের কথা বন্ধ কর যথা-তথা;
আজি শুধু আশার বচন
সমবেত একতানে উঠুক্ অম্বর-পানে
মধুময়, মৃত-সঞ্জীবন!
আজি শুধু শুদ্ধ প্রাণে চাহিয়া অনন্তপানে
ক্ষুদ্র সব সুখ-দুঃখ ভুলে'—
আশাপূর্ণ প্রাণখানি আমরা রাখিব আনি'
সে অভয় শ্রীচরণ-মূলে!
তারপরে একবার সাজা'য়ে কুটীর-দ্বার,
স্থাপি' শুভ মঙ্গল-কলস
কহিব উৎফুল্ল মনে— "পূর্ণ সাফল্যের সনে
এস এস নূতন বরষ!"

টাণ্ডার-জলপ্রপাত।

অচলের শির'পরে   অসীম করুণাভরে
উছলি' পড়ি'ছে ঝরে'
স্বচ্ছ জলরাশি ;—
অজ্ঞাত আলয় হ'তে   আনন্দ-উদ্বেল স্রোতে
বাহিরিয়া আসিয়াছে
নবীন সন্ন্যাসী !
ছিল ধ্যানে নিমগন ;   লভিয়া অমূল্য ধন
আবেশে আছিল পশি'
নিভৃত গুহায়,
সুন্দর, শ্যামল বনে   বিহঙ্গেরা একমনে
যেথায় গগন ছানি'
অমৃত ছড়ায়।
সহসা না জানি হায়,   উদ্দাম উন্মাদ প্রায়
কোন্ মহা জাগরণে
ছাড়ি' সে নিলয়,
আকাশের পানে চাহি'   কল-স্বরে গান গাহি'
ছুটিয়া আসি'ছে যোগী
ঘোষিয়া অভয়।
আমরা পঙ্কিল কূপে   প্রতি পলে চুপে চুপে
গুমরিয়া মরিতেছি

রুদ্র পিপাসায়,
নাহি শান্তি! নাহি সুখ!— বেদনায় পূর্ণ বুক!
শুষ্ক হিয়া জীর্ণ-শীর্ণ
উগ্র বাসনায়।
জানিয়া এ দুঃখ-কথা মহতের অধীরতা
উছলিয়া উঠিয়াছে
মহা করুণায়;
তাই, হেন ক্ষুব্ধ বেগে সন্ন্যাসী উঠেছে জেগে'
ধাইয়া আসি'ছে নামি'
পঙ্কিল ধরায়।
আছাড়িয়া শিলারাজি প্রেমেতে পাগল সাজি'
লাফায়ে ঝাঁপায়ে আজি
পড়ি'ছে ঝরিয়া,—
মথিত তুলার মত স্ফীত হ'য়ে লক্ষশত
ফেনপুঞ্জ অবিরত
ঝরে গরজিয়া।
শুভ্র ফেনপুঞ্জ'পরে উজ্জ্বল তপন-করে
সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু
কভু বিকাশিত!
কভু দেখি, মধুরাতে চাঁদের কিরণ সাথে
ঝলকিয়া নানা মতে
লীলাখেলা কত!

নিম্নে পুনঃ বারিরাশি একত্র মিলিছে আসি'
করুণার কল-ধ্বনি
সেথা ওঠে জাগি' ;—
চারিধারে গুল্মলতা মূর্ত্তিমতী সজীবতা !—
সবেগে, নিষ্কামব্রতে
চলেছে বৈরাগী !

হিমালয়-বক্ষে।*

চৌদিকে অম্বর চুমি' তরঙ্গিত
শ্যাম শৃঙ্গগুলি
অসীমের পানে, দূরে চলিয়াছে
করি' কোলাকুলি।
মাঝেতে সবুজবর্ণ, সুগভীর
হ্রদ সুনির্ম্মল,—
স্বচ্ছ, শুদ্ধ বারি তাহে নাচিতেছে
করি' 'কল-কল'!
প্রত্যহ তপন সেই বীচিরাশি
রঞ্জিয়া কিরণে,—
বিহঙ্গ-সঙ্গীত রবে, মন্দবাহী
শীতল পবনে,—
অক্ষুণ্ণ আবেশে নিত্য রসলীলা
করে রঙ্গে, সুখে;—
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটে তাহে সেই
হিমাচল-বুকে!
মনে হয়, যেন সেথা বিছাইয়া
সবুজ বসন

* নৈনিতাল-দর্শনে লিখিত।

প্রকৃতি-সুন্দরী তাহে বসাইছে
'চুমকি' ভূষণ।
কভু মনে হয়, যেন কুবেরের
ঐশ্বর্য্য সকল
স্তূপীকৃত হ'য়ে সেথা জ্বলিতেছে
করি' ঝল-মল!
অথবা, যেন রে কোন নবোদ্গত-
যৌবনা ষোড়শী
খল-হাস্যে, সকৌতুকে মহাকায়
দৈত্য-কোলে বসি',
অসীম সোহাগে, প্রেমে, সচঞ্চলে
করে লীলাখেলা;—
অঙ্গ-সঞ্চালনে সেথা বসা'য়েছে
সৌন্দর্য্যের মেলা!
সংখ্যাতীত বৃক্ষরাজি প্রসারিয়া
বাহু—'সন-সনে'
গাহিছে প্রেমের গান বিহঙ্গের
সাথে সে নির্জ্জনে।
'ঝর-ঝর' কল-স্বরে নেচে' নেচে'
শত নির্ঝরিণী
চলিয়াছে লোকালয়ে গাহি' সেই
প্রণয়-কাহিন।

সুগম্ভীর হিমাদ্রির বক্ষে কিবা
বিমল মাধুরী!
পাষাণে রেখেছে ঢাকি' প্রেম-উৎস
করিয়া চাতুরী।
বিশাল, নিশ্চল, স্তব্ধ হিমালয়
কিবা মনোহর!
নীরস পাষাণ-স্তূপ—অফুরন্ত
অমৃত-আকর!
সংসারের চিন্তামগ্ন, অবসন্ন,
সুখহারা মন
এই নির্জ্জনতা মাঝে লভে তৃপ্তি—
মৃত-সঞ্জীবন!
বিষয়-বিক্ষিপ্ত চিত্তে হেথা আসে
পূর্ণ একাগ্রতা।
ধন্য ধন্য হে গিরীন্দ্র, মূর্ত্তিমান্
গাঢ় নির্জ্জনতা!
বহুদূর হ'তে আমি এসেছি হে
জাগ্রত দেবতা,
জাগা'তে এ জীর্ণ প্রাণে মুহূর্ত্তেক
সুপ্ত স্বাধীনতা।
মোহন, বিরাট রূপ হেরি' তব
ওহে যোগিবর,

ভাবিতেছি পুলকিত হ'য়ে, এই
ক্ষুদ্র অবসর
তোমারি শ্যামাঙ্কে শুয়ে কাটাইয়া
দিব নিরালায়—
বিস্মরিয়া সংসারেরে শান্তি-স্তব্ধ,
মৌন মহিমায়।
বিশ্বের কল্যাণচারী, প্রেমময়
ওহে গিরিরাজ,
দগ্ধ এ হৃদয় মম জুড়াইতে
আসিয়াছি আজ।
যে নিষ্কাম স্নেহ তব ঝরিতেছে
অনন্ত নির্ঝরে,
যে স্নেহ এ বিশ্বজনে নিরন্তর
সঞ্জীবিত করে,
যে স্নেহে ভোলারে তুমি বেঁধেছিলে
অচ্ছেদ্য বন্ধনে,—
সেই স্নেহ-বিন্দুকণা দেহ এই
দীন-হীন জনে!
আমি তাপদগ্ধ এই সংসারের
বিচিত্র বিভ্রমে
দিশাহারা, অনুতপ্ত, শ্রান্ত আজি
ব্যর্থ পরিশ্রমে!

দুরাশে বিমুগ্ধ হ'য়ে মরীচিকা-
লুব্ধ মৃগ সম
ভ্রমিয়া সুখের আশে লুপ্ত এবে
প্রেম, শক্তি মম।
অক্ষম, দুর্ব্বল জনে হে মহান্,
ওহে শক্তিমান্,
ত্যজিও না ঘৃণাভরে,—পদ-তলে
দেহ দেহ স্থান।
দু'দণ্ড রহিব কাছে—চাহি শুধু
এই অধিকার,—
শুধু দেখে যাব তব ধ্যান-স্তব্ধ
মূর্ত্তি নির্ব্বিকার।
বিশাল, মহোচ্চ, তব অভ্রভেদী,
গম্ভীর মূরতি
হেরিলে বারেক তরে লভে জীব
অক্ষয় শকতি।
সঞ্চিত করিয়া সেই মহাশক্তি
ফিরে যেতে চাহি;
হে উদার অদ্রি, অন্য বাসনাও
মোর কিছু নাহি।
কি বিচিত্র ভীম-কান্ত রূপ তব
প্রশান্ত, নির্ম্মল!

কি সুন্দর কোমলতা তব বক্ষে
স্নিগ্ধ, সুশ্যামল!
কি অনন্ত জ্ঞান তব! জটাচ্ছন্ন
ওহে হিমালয়,
নির্ব্বিকার, ধ্যানমগ্ন, ওহে যোগী,
জয় তব জয়!
তোমারি মুখেতে চাহি এ ধরণী
অনিমেষ আঁখি!
কৃপা-কণা লভি' তব চিন্তাহীন
যত পশু-পাখী!
তুষার-মণ্ডিত, তব মহোজ্জ্বল
মুকুটের'পরে
সূর্য্যের প্রথম রশ্মি প্রেমভরে
আলিঙ্গন করে!
প্রথম হিল্লোলে বায়ু তোমারেই
ব্যজন করিয়া,
কল্যাণ বিতরে এই বিশ্বজনে
আনন্দে মাতিয়া!
সৃষ্টিমাঝে তুমিই অনাদি, জ্ঞান-বৃদ্ধ
ওহে শিবময়,
তুমি শুষ্ক পাষাণ-গঠিত—তবু স্নিগ্ধ
প্রেমের নিলয়!

জাগরণ।

মাগো,
তব মঙ্গল-মূরতি নেহারি'
উঠে'ছি পুলকে জাগিয়া,
ওই করুণ তোমার অরুণ-নেত্রে
আশ্বাসবাণী লভিয়া।
অন্তবিহীন করুণা তোমার
অন্তর'পরে ঝরে অনিবার।
সঙ্গীতে তব আজিকে আশার
নব ঝঙ্কার শুনিয়া,—
মাগো জাগিয়াছি মোরা ঘুমঘোর হ'তে
উঠিয়াছি মোরা জাগিয়া।

মাগো, আজি অপূর্ণ বাসনা মোদের
সফল করিতে জীবনে,
মোরা এসেছি তোমার দীন সন্তান
প্রণমিতে তব চরণে।
আজি নব উৎসাহে, তব কটাক্ষে
মোরা মিলি' সবে লক্ষে লক্ষে,
তোমার লাগিয়া অযুত বক্ষে
বরিয়া লইব মরণে!
মাগো, বল দাও শুধু বিফল বাসনা
পূর্ণ করিতে জীবনে!

মাগো, বিমল তোমার শ্যামাঙ্গখানি
পাশব, হিংস্র আঘাতে
যা'রা রুধির-ধারায় রক্তবরণ
করি'ছে শুভ্র প্রভাতে,
সেই স্পর্দ্ধিত, হীন কাপুরুষদলে
ক্ষুব্ধ পরাণে, সিংহের বলে—
পিষ্ট করিব আমরা সকলে
ধর্ম্মের ধ্বজা উড়া'তে।
মাগো, বিমল তোমার শ্যামাঙ্গখানি
ক্ষত-বিক্ষত আঘাতে!

মাগো, বাসনা করে'ছে সন্তান তব
নব উৎসাহে জাগিয়া
আজি বসা'বে তোমারে হৃদয়-পদ্মে
শুধু স্নেহাশীষ মাগিয়া!
যবে বিহগকণ্ঠে, সমীরের তানে,
জীমূতমন্দ্রে, তব জয়গানে
ধা'বে সঙ্গীত অম্বর-পানে
সব কলঙ্ক মুছিয়া;—
তবে পূরিবে মোদের সকল কামনা,
যা'বে সব দুঃখ ঘুচিয়া!

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরম পূজার্হ ওহে বিচারকবর,
এ পাপ-পঙ্কিল ভূমে তুমিই অমর!
করেতে শাসনদণ্ড, প্রাণ পূর্ণ প্রেমে,—
আসিয়াছ হে মহান্, স্বর্গ হ'তে নেমে'।
দেবতার চরণের নির্ম্মাল্যের প্রায়
আলোকিত বঙ্গভূমি তোমার প্রভায়।
বিমল, পবিত্র তুমি; হে পরার্থপর,
তোমারে হেরিলে নিত্য পুলকে অন্তর।
সকল কর্ম্মের মাঝে—অক্ষুণ্ণ প্রতাপে—
হও নাই নত তুমি অদৃষ্টের শাপে।
চিরদিন সত্যপথে এসেছ চলিয়া
আত্মার মর্য্যাদাখানি মাথায় রাখিয়া।
ধন্য তুমি কর্ম্মবীর! হে সফলকাম,
করি তব চরণেতে অসংখ্য প্রণাম।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।

জনমিলে—প্রাণখানি প্রেমে পূর্ণ করি'—
সাধিতে সকল কর্ম্ম সে চরণ স্মরি'!
শিখাইছ সরলতা সকলেরে ডাকি'—
সত্যের অক্ষয় মূর্ত্তি হৃদয়েতে রাখি'।
পাপের কালিমামাখা এ পঙ্কিল দেশে
পুণ্যালোকে উদ্ভাসিছ সকলের মন।
কে জানে গো স্বপ্নসম কোথা হ'তে এসে',—
আলোকিয়া মাতৃভূমি করিবে গমন!
যাহারা তোমারে হায়, চিনিলনা আজো
তাহাদের প্রতি তুমি নহ তো বিমুখ;—
সবারে বাসিয়া ভাল আনন্দে বিরাজ'
তুচ্ছ করি' হীন হিংসা, ঘৃণ্য স্বার্থ-সুখ।
সংসারে থাকিয়া তুমি নহ আত্মহারা,
পবিত্র উজ্জ্বল ওগো গগনের তারা!

ব্যক্ত বাসনা।

রমণীর মত আমি
তোমারে পূজিব স্বামী,—
মন-প্রাণ দিয়া!
তুমি মোর কাছে এসে,
আশীর্ব্বাদ কোর' শেষে;
বুকে তুলে' নিয়া!

ভিতরে-বাহিরে।*

মেঘ-ভাঙা রাঙা রবির করে
কা'র রূপে যেন নয়ন ভরে।
প্রভাতে বিহগ করয়ে গান,—
চিত করে তাহে অমিয় পান।
"কুলুকুলু" নদী বহিয়া যায়,
তাহে প্রাণ মোর তলা'তে চায়।
চাঁদেরে নেহারি' আকাশতলে
কা'রে যেন চিনি পলকে পলে।
তিমিরে আকাশে তারকা হেরি'
আভাস পাই সে অনন্তেরি।

ভাই-বোন মিলে' সুখেতে থাকি,
মধু-বরষিয়ে 'মা' বলে' ডাকি।
পিতারে পূজিগো ভকতি দিয়ে,
সখাসনে মাতি' মাধুরী পিয়ে।
প্রিয়ারে পরম আদর করি'
রাখি সযতনে হৃদয়ে ধরি'।
এমন মধুর প্রিয় পরিবার
এমন মধুর মোর চারিধার,—

* ১৩০৪ সনে রচিত।

এ হেন শান্তি-পাথারে নামি'
তাঁ'রে পাই আমি দিবস যামী'।
এমনি করিয়া দিবস-রাতে
পরাণ আমার মজে'ছে তাঁ'তে।
এবে দূরে যে'তে বাসনা নাই;
ভিতরে-বাহিরে যেদিকে চাই,—
সবা'-মাঝে হেরি' লুকা'য়ে তিনি
নিতেছেন মোর হৃদয় জিনি'!

"যা খুসি করিও।"

যে জন জীবন নাথ, তোমার চরণ'পরে
দে'ছে উপহার
যে জন তোমারি লাগি' নিশিদিন সঙ্গোপনে
ফেলে অশ্রুধার ;—
তাহারে ভুলা'তে প্রভু, এত কেন আয়োজন
কর অবিরত ?
চারিদিকে রাখিয়াছ কেন কর-কমলের
চিহ্ন শত শত ?
যেদিকে ফিরাই আঁখি,—যেদিকে নিবিষ্ট হই
বারেকের তরে
সেখানেই হেরি—যেন কাহার অঙ্গুলিরেখা
কাঁপে থরে থরে।
সুনিবিড় নীলিমায়—গগনের মধ্যভাগে
মুগ্ধ চেয়ে থাকি,
হেরি—যেন কা'র হস্ত ঝটিতি মিলা'য়ে যায়
মোরে ধীরে ডাকি'।
নবস্ফুট পুষ্পটিরে যতনে চুম্বিতে অলি
ছুটে বারম্বার,—
সেথায়—সে কুসুমেতে একি হেরি প্রাণেশ্বর,
এ বর্ণ কাহার ?

অলির নিকটে যাই—তাহার সে ঘন-কৃষ্ণ
ক্ষুদ্র দেহখানি
সুস্পষ্ট দেখিতে পাই—মসৃণ করিয়া যেন
দেয় কা'র পাণি।
অস্তগামী সূর্য্য-করে ঝলসিত শস্যক্ষেত্র
কাঞ্চন-বরণ,
নেহারি—তাহারি মাঝে কাহার দু'খানি হাত
করে গো স্পন্দন।
এমনি করিয়া নাথ, নিশিদিন—অহরহ
বিশ্বচরাচরে—
নব রসে, নবভাবে তোমার অনন্ত সৃষ্টি
চিত্ত মোর হরে।
কোথাও লুকা'তে না'রি,—কোথাও নিস্তার নাহি!
হে পরাণপ্রিয়,
সর্ব্বস্ব হরণ করে' যদি আশ নাহি মেটে—
যা' খুসি করিয়ো!

ভুবন-সঙ্গীত।

তুমি গান করে'ছ রচনা,—
আমি তাহে লাগায়েছি সুর ;
সে সঙ্গীত করি' আলাপনা
এ জগৎ হ'য়েছে মধুর।

লোকালয়ে, গভীর কান্তারে,
গগনে, জীবনে—সেই গান
ঝঙ্কৃত হ'তেছে বারে বারে ;
তাই সৃষ্টি সুন্দর, মহান্!

প্রতিহিংসা।

প্রকৃতি-সপত্নী মোর এ বক্ষ হইতে
চুরি ক'রে নিয়ে গে'ছে মোর অজানিতে
আমার বুকের ধন।
                    তাই, দিনরাত
ঘুরে' ফিরিতেছি ডাকি'—"কোথা প্রাণনাথ,
পরাণ-পরশমণি!"—নাহি পাই সাড়া!
শুধু শুনি—দূরাগত ক্ষীণ ব্যঙ্গধ্বনি
কাঁদিয়া ফিরিয়া আসে। এত 'মুখ-নাড়া'
সপত্নী-নিকটে শুনি' এ বক্ষ অমনি
বিরহে জ্বলিয়া উঠে!—
                    সহ্য নাহি হয়।
জীবনসর্ব্বস্ব ছিল হৃদি' আলো করি';—
হেরি—তাঁ'রে বিচ্ছুরিত সারা বিশ্বময়
পারিনা সহিতে অপমান। বক্ষ ভরি'
ছিনু' যাঁ'র—এবে তাঁ'র চরণেরো তলে
বসিবার ঠাঁই নাহি!
                    বহু চিন্তা-ফলে
আজি তাই এতভাবে, এত যত্ন করে'
যুড়িয়া দু'খানি হস্ত, বন্দনার স্বরে,—
দিগন্ত ধ্বনিয়া আমি গাহিতেছি গান
প্রকৃতির পদ-প্রান্তে।

শুনি' কোন তান
যদি সপত্নীর মন হয় উল্লসিত,
যদিবা করুণা করে' মোর আরাধিত
দেয় মোরে ফিরাইয়া,—দেখাই তা'হ'লে
কেমন সে সুচতুরা ;—এই পদ-তলে
দলিয়া তাহারে রাখি দাসীর মতন
অবজ্ঞায় জীর্ণ করি' !
হায়রে এমন
সুদিন আসিবে কিরে ?—হেথা কি আমার
জীবন-বাঞ্ছিত ধনে পাইব আবার !



অয়ি প্রীতিময়ী প্রকৃতি !

হে প্রকৃতি,
নিশিদিন নব নব প্রীতি
সঞ্চারিয়া শুষ্ক হিয়া'পরে,—
কেন তুমি লুকাইছ সলাজ-অন্তরে
তব গুপ্ত ধন ?
আমি যে লভিতে আজ এসেছি তোমারি কাছে
নবীন জীবন ;—
মিছে,—তবে কোর'না গোপন
হেন ভাবে অকারণে, প্রাণপনে, সযতনে
তব গুপ্ত ধন !

জানি—তুমি চুরি করে' নিয়াছ আমার
জীবনের সার ;
তবু, অভিমান মোর রেখে'ছি দলিয়া
অবসাদ দিয়া।
তোমা'মাঝে আজ শুধু দেখে' যা'ব একা
—বারেকের দেখা—
সে কেমনে রহিয়াছে আমারে ভুলিয়া
তব কোলে গিয়া।

জীবনের দেখা!—
বারেক, নিমেষ লাগি'—দেখে যা'ব আজ আমি
নিরালায় একা!

এ মোর মিনতি
রাখিও রাখিও তুমি এই মধুমাসে
হে প্রকৃতি সতি।
বারেক ও তনুখানি রাখি' দাও খুলি'
পূর্ণ পূর্ণিমায়,
কোকিলের ঝঙ্কারিত সকরুণ সুরে,—
স্নিগ্ধ নীলিমায়;
মলয়ের গন্ধ-ভরা, স্বপ্নালস স্রোতে,
—রেণুর মাঝারে
একাকী মিশিয়া গিয়া—অতলের তলে
দেখে' আসি তা'রে।

কেহ জানিবে না!
ব্যাপ্ত হ'য়ে যা'ব আমি তোমার মাঝারে যবে—
কেহ চিনিবে না!
দেখে ল'ব তব কাছে কি মোহিনী শক্তি আছে,
যাহে সে এমন
রহিয়াছে বন্দী হ'য়ে তব গুপ্ত অন্তঃপুরে
মোহমুগ্ধ-মন!

দেহ মোরে দয়া করে' পলকের তরে দেবি,
পশিতে সেথায় ;—
বিস্তারিয়া ফেলি মোর এ আবদ্ধ অস্তিত্বেরে
অনন্তের গায়!

নিদ্রা।

ঘুমা'য়েছিলাম প্রিয়ে, বিমুগ্ধ হইয়ে
শান্ত, স্নিগ্ধ সুধাংশু-কিরণে। এলাইয়ে
পড়েছিল তনু। পরিহিত বস্ত্র মোর
স্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল দূরে। জ্যোৎস্না-স্নাত
প্রকৃতির মত শোভে'ছিল এ দেহ, সুন্দর!

গিয়েছিনু' ঘুমঘোরে, অতি দূরে—অবিজ্ঞাত
মায়া-রাজ্য মাঝে। সেথায় সকলি
আনন্দে, আবেশে নিত্য উঠি'ছে উচ্ছ্বলি',
—মেঘ-ভাঙা অস্তগামী সূর্য্য-রশ্মি-জালে
বিম্বিত তরঙ্গ প্রায়!—তা'রি তালে তালে
ডুবে'ছিনু' একা আমি শান্তি-পারাবারে
একান্ত ব্যাকুল চিত্তে, হারা'য়ে আমারে!
কোথা গিয়াছিনু' তাহা কহিতে না পারি।
শুধু, যেই তুমি প্রিয়ে, দু'বাহু প্রসারি'
আলিঙ্গি' আমারে, ধীরে চুম্বিলে অধর,—
তখনি আইনু' ফিরে' অবশ-কাতর,—
মোর এই পিঞ্জর-মাঝারে। তুমি ধীরে
শুধা'লে কি কথা?—তাহা চঞ্চল সমীরে
ভেসে' গেল শুধু; আমি বুঝি নাই হায়,

একটি বর্ণেরো অর্থ তা'র! মৃতপ্রায়
ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে ছিলাম তখন,—
স্বপ্নাবিষ্ট, ক্লিষ্ট রোগী সম। এ দেহ আপন
ছিল না আপন বশে। এ জীবনে কভু
লভি নাই হেন নিদ্রা। বুঝি, মোর প্রভু
নিয়ে গিয়েছিল মোরে সাগর-সঙ্গমে!

* * * * *

তুমি কেন চেয়ে আছ অয়ি মনোরমে,
আমার মুখের পানে? নিরর্থ প্রলাপ
ভাবিতেছ—কহিতেছি আমি ঘুমঘোরে!
বুঝাবার হ'লে—দূর করি মনস্তাপ—
দিতাম বুঝা'য়ে সত্য এ সকলি তোরে!
কিন্তু হায়,—ওই দেখ, জগতের সবে
ইঙ্গিতে কহি'ছে মোরে রহিতে নীরবে!

প্রেম-বিহ্বলতা।

পুরাতন বন্ধু তুমি ওহে প্রিয়তম,
তুমি চিরন্তন-ধন। তাই, এ অধম
এই ঝিল্লী-মুখরিত চঞ্চল সন্ধ্যায়,
এ বর্ষা-সলিলাপ্লুত ভগ্ন গৃহ-ছায়,
বায়ু-ক্ষিপ্ত প্রকৃতির সিক্ত বক্ষে বসি'—
সহসা তোমারে লভি'—আনন্দে উল্লসি',
সংরুদ্ধ প্রেমের স্রোত-সংঘাত-সঙ্কুল
চিত্ত-মাঝে আলিঙ্গিতে পারেনি তোমায়
আপন উন্মাদবলে! তাই, বাষ্পাকুল,
বিরহ-বেদনাপূর্ণ, দীন নেত্রে হায়,—
পারেনি চাহিতে দেব, তব মুখপানে!
বহুদিন পরে লভি' তোমারে, পরাণে
লজ্জানন্দ-অভিমানে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি,
চুম্বিতে ও বিম্বাধর তাই কাঁপিতেছি!

নির্দ্দয়তা।

কেন মোরে পাঠাইলে এ দুরন্ত ভবে,—
প্রচণ্ড স্বার্থের ক্ষেত্রে, একান্ত একলা?
পাঠাইলে যদি, কেন মোর সাথে তবে
এতভাবে, এতরূপে করিতেছ খেলা?
ব্যথাপূর্ণ হিয়া মোর, তৃষা-শুষ্ক তালু,
ব্যাপ্ত চারিদিকে মরু,—মরীচি' চঞ্চল,
হেথা কেহ কোথা' নাই, উড়ে তপ্ত বালু,
কাতরে ঝরিছে চক্ষে অশ্রু অবিরল!
এমন দুঃখের মাঝে—রে নিষ্ঠুর প্রভু,
কত ছলে ডাক এসে' খেলিবার তরে;
—ক্লিষ্ট আমি, উপেক্ষিতে ছাড়নাক তবু—
খেলিতে নিকটে গেলে দূরে যাও সরে'!
এ কেমন লীলা তব বুঝিনা গো স্বামী;
নির্দ্দয় তোমারে তাই ভাবিতেছি আমি।

হাহাকার।

একা আমি আমার জগতে।
আমি শুধু এক ফুৎকার,—
এ পৃথিবী বংশীখানি যেন,—
বাজিতেছি তাই চারিধার।
বিশ্ববংশী-মাঝে আমি বায়ু,
তাই আমি পাই দিনরাত
এই দীন, ক্ষুদ্র আমা'ময়
নন্দনের অস্ফুট সংবাদ!
তবে কেন রহে ব্যবধান?—
দূর হোক্ বাঁশরীর বাঁধ!—
বায়ু আমি, পুনঃ তোমা'ময়
লীন হব—এ আমার সাধ।
হে অনন্ত, হে অসীম নভঃ,
হে সুন্দর, হে নির্ম্মল নীল,
মিশে র'ব তোমা'মাঝে আমি,—
হোক্ তাহে ধ্বংস এ নিখিল!
তুমি মোর চির-আরাধিত,—
তুমি মোর একান্ত আপন;
রাখ মোর এ মিনতিটুকু—
ঘুচাইয়া দাও গো স্বপন।

অতৃপ্তি।

বহুদিন আ'স নাই বলে'
যদি আমি করি অভিমান,
হিয়া মোর কেন ওঠে জ্বলে'?-
কেন তাহে উথলে পরাণ?

গোপনেতে বেসেছিনু' ভাল,
ভেবেছিনু'—কেহ জানিবে না।
গুপ্তগৃহে র'বে পূর্ণ আলো,
বাহিরের কেহ দেখিবে না।

একা যাব নিভৃত নিশীথে
ধীর পদে সে সঙ্কেত-স্থানে,
স্তব্ধ সবে র'বে চারিভিতে
শুনে' মোর প্রণয়ের গানে।

হায়—হায়, সে আশা আমার
নির্ম্মূলিত হ'য়ে গে'ছে এবে!
শত বাধা-বিঘ্ন চারিধার,
একা আমি মরি ভেবে' ভেবে'

আগে যদি জানিতাম আমি
মজাইয়ে যা'বে তুমি চলে',
ভালবেসে' শেষে দিনযামী'
ভাসিতে হইবে আঁখি-জলে ;—

আগে যদি বুঝিতাম আমি
প্রেম-পথে বিঘ্ন নিত্য নব ;—
কে তা'হ'লে আসিত গো স্বামী,
পরিহরি' সুখ-শান্তি সব ?

আনি' মোরে নিরালা এ ঠাঁই
পলাইলে, হায় রে নিঠুর !
কোনদিকে দিশা নাহি পাই,
কে জানেগো তুমি কত দূর !

গৃহ-কাজ করিতে না পারি,
সব কাজে হই আন-মনা।
সবে করে আঁখি-ঠারাঠারি,
মোরে মন্দ কহে যত জনা।

নিঃশ্বাস ফেলিতে বক্ষে মোর
অসহ বেদনা ওঠে জাগি'।
অশ্রুজলে হইগো বিভোর
শয্যাতলে বাঞ্ছিতের লাগি'।

পূর্ণিমা নিশীথে "কুহু" তানে
ব্যাকুল হইয়া ভূমে লুটি!
হাস্যালাপে—সভা মাঝখানে
কাঁদিয়া—পলা'য়ে আসি ছুটি'

বহুদিন চলে' গে'ছ প্রভু,
শূন্য মোর প্রেম-সিংহাসন!
কে জানে গো এ জীবনে কভু
পা'ব কিনা দেখিতে চরণ!

যে চরণ বিম্বিত জগতে,
যে চরণ ভূমণ্ডলময়,—
সে চরণ ক্ষীণ দৃষ্টি-পথে
পুনরায় হবে কি উদয়?

অভিমান করিবারে চাই,—
দূরে যায় শূন্য অভিমান;—
স্বপ্নে শুধু শুনিবারে পাই
বিশ্ব-ছন্দে নূপুরের তান!

আবাহন।

আশা দিয়ে গে'ছ বহুদিন হ'ল—
আসিবে ফিরিয়ে পুনঃ এ গেহে ;
সে আশা-কুহকে বেঁচে আছি আজো,
এবে প্রাণ বুঝি রহে না দেহে।

নিশিদিন কত যতন করিয়া
বাসিত কুসুমে তনু সাজাই,—
আপনি খসিয়া পড়ে সেই সাজ ;
মরম-বেদনে মরিয়া যাই !

কেমনে বুঝা'ব কত ভালবাসি,—
কত যে প্রাণের তুমি আমার ?—
অধীনার প্রেম দেখাবার নয়,
তুলনা জগতে নাহিক তা'র।

প্রথম মিলন-নিশীথে হে নাথ,
আকাশে ইন্দু চাহিয়াছিল।
মলয় পবন প্রসূন-সুবাস
বিলাইয়া,—তোমা' মিলায়ে দিল

মৃদু-মন্থরে যমুনা বাহিনী
যেতেছিল বহি' ছুঁয়ে চরণ ;

তা'রি তরঙ্গে ঝলসিতেছিল
সুধামাখা ঐ সোনার বরণ!

সে মধু-যামিনী মাঝারে তোমায়
লাজ-ভরা চোকে দেখিয়াছিনু';
চমকি' স্বপনে,—কি জানি কেমনে,—
অধরে অধর মিলা'য়ে দিনু'!

সেই নিশি হায়, গিয়াছে ফুরা'য়ে,
—গিয়াছে ফুরা'য়ে অতীত মাঝে;—
তবু কেন হায়, পারিনে ভুলিতে!
মনে হ'লে কেন বুকেতে বাজে?—

যবে মনে হয় সে সুখের কথা
হিয়া মোর কেন পুলকি' উঠে',—
পলকে কেন সে কাতরে লুটায়?
—কেন ঝরে ফুল যদি সে ফুটে!

দেবতা আমার, হৃদি-বল্লভ,
চেয়ে দেখ আজ প্রকৃতি পানে;—
জ্যোছনা মাখিয়া আবিষ্ট চোকে
মগন সে আজি কাহার ধ্যানে!

ডাকি'ছে পাপিয়া ভাসা'য়ে গগন,
কাননে কুসুম ফুটি'ছে গাছে।

আজি এস দেব, বুক জুড়াইয়ে ;—
ফুল-শয্যা সেথা বিছানো আছে !

আজি পূর্ণিমা ! সকলি শোভন,
'ঝিরি-ঝিরি' বায়ু বহিছে মৃদু।
ঘুম পায় আজি হেরি' এ ধরণী।
ঘুমে "ঢুলু-ঢুলু" হাসিছে বিধু !

এস এস নাথ, বিধাতা আমার,
তোমার কোলেতে ঘুমা'য়ে পড়ি !
জীবনের সখা,—এস এস বুকে !—
কাঁদে হের দাসী চরণে ধরি'।

ব্যবধান।

চাহিনা মিশিতে প্রভু,
চাহিনা তোমারে আমি ;
রয়ে'ছি অনন্ত সুখে
যে ভাবে রেখে'ছ স্বামী।

পাইনে তোমায়, তবু
আশায় বাঁচিয়া আছি ;—
বিরহ-অনলে প্রভু,
মন-প্রাণ সঁপিয়াছি।

কারণ জানিনে বঁধু,
কাঁদিয়া লুটাই ভূমে ;
তবুও অপার শান্তি
পাই সে ধরণী চুমে'।

এই যে নিখিল ধরা
কর্ম্মপাকে ঘুরিতেছে,—
ওই যে গগনমার্গে
কোটিগ্রহ ছুটিতেছে,—

সমগ্র নক্ষত্র-লোকে
যে শক্তি চালিত আজ—

প্রতিক্ষণে মোর দেহে
সে শক্তি করিছে কায।

অণু-পরমাণু হ'তে
গ্রহ-উপগ্রহ আদি
একি শক্তি-সূত্রে গাঁথা,
তবু শান্ত, নির্ব্বিবাদী !

এমন শান্তির দেশে
হে নিখিল পরমেশ,
নাহি মোর দুঃখফোঁটা,
নাহিক যন্ত্রণা লেশ।

আনন্দে র'য়েছি আমি
কোটি রবি-তারাসনে ;
সবারি মাঝারে যেন
তোমারে পড়ি'ছে মনে !

সমস্ত বিশ্বের তলে
কে যেন লুকা'য়ে আছে ;—
আমি যেন তাঁ'রি খোঁজে
ছুটিয়াছি পাছে পাছে।

এই যে ছুটে'ছি আমি
এই যে কাঁদিগো নিতি,

ইথে মোর দুঃখ কোথা ?–
পাই অতুলন প্রীতি।

আকাশে, বাতাসে যেন
গন্ধ পাই দিবানিশা ;
জলে, স্থলে কি যে হেরি
করিতে পারিনে দিশা।

অন্তরে বাহিরে যেন
আনন্দের স্রোত বহে।
মানস-নিকুঞ্জে পাখী
তাহে কত কথা কহে !

মনোবিহঙ্গের বাণী
শুনিয়া কি যেন বুঝি,
কুটিল সংসার-পথ
মনে হয় সোজাসুজি !

আমি আছি—আছ তুমি,
নাহি কোন ব্যবধান ;
তোমারি প্রেমের বাণে
শোক-তাপ অবসান !

কোন চিন্তা নাহি মোর,
আছি আমি ভরপূর।

হৃদয়ে র'য়েছ ধাতা,
কভু তুমি নহ দূর।

চাহিনা চাহিনা নাথ,
মিশিয়া যেতে তোমাতে
এমনি করিয়া মোরে
রেখো তব সাথে সাথে।

বসন্ত-অবসানে।

মধুর বসন্ত চলি' গেল। তবু, মাঝে মাঝে
কেন পাখী গান গেয়ে ওঠে?—
সে গান শুনিয়া ছুটে' আসে যত মধুকর,
গাছে তবু ফুল নাহি ফোটে।
বায়ু আসে মন্দ বাহি' সহসা চাহিয়া দেখে,—
গাছে আর কোন ফুল নাই!—
তখনি সে ক্ষুব্ধবেগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া গর্জ্জে;
কহে—হেথা গন্ধ কোথা পাই?
তটিনী মন্থর-গতি আসে নেচে' অভিসারে,
এসে' দেখে—নভঃ মেঘময়!
সহসা সে নিরাশায় বায়ুসনে ওঠে মাতি'
ঘটাইতে অখণ্ড প্রলয়!

কেন তবে ভ্রমবশে মধুকণ্ঠে গাহে পিক?—
কেন তবে দুরাশা-ছলনে
সমস্ত বিশ্বের প্রাণ টানি' আনি'—নিরাশায়
দাহিতেছে মিথ্যা, অকারণে?
তবে কেন মিছে কবি, বসে' আছ আনমনে?
কেন তবে আজো ব্যাকুলিয়া
নেহারিছ চারিপাশে ঝঙ্কারি' বীণার তার
বিগত বসন্ত-স্মৃতি নিয়া!

কে শুনিতে চাহে বল তোমার বিলাপ-ধ্বনি,
—কে তোমায় করিবে বিশ্বাস ?
অসময়ে কোন-কিছু ভাল নাহি লাগে আর ;
স্মৃতি শুধু আনে দীর্ঘশ্বাস !
বসন্তে লভিয়াছিলে সে সম্পূর্ণ প্রীতিটুকু
আজি তা'র হ'ল অবসান !
নীরবে রহিয়া তবে—রুদ্ধ কর মনে তব
নৈরাশ্যের যত দুঃখ-গান !

কোকিলের প্রতি।

পাখি, তুই গা'স্‌নেরে গান ;—
দিবা আজ হ'ল অবসান!
আমার পরাণসনে একি রুদ্র খেলা তোর
নিঠুর, কঠোর ?—
নিবে' যায় আজি দিনমান!
তবে তুই বন্ধ কর্‌ গান।

শোন্‌—অয়ি বসন্তের প্রিয়া,
বসন্ত তো গিয়াছে চলিয়া,—
তবু, কেন থেকে থেকে আহ্বান করিস্‌ তা'রে
সঙ্গীত-ঝঙ্কারে ?
ওই গানে মোর জীর্ণ হিয়া
জাননা কি ওঠে ব্যাকুলিয়া ?

অতীতের সুখ-স্মৃতি মোর
ভেসে' ওঠে ওই গানে তোর।
ভুলে' গিয়া নিজ ব্যথা,— তাই, আজো বীণাখানি
ধীরে তুলে' আনি'
গাহি গান হইয়ে বিভোর।
কি মোহিনী শক্তি কণ্ঠে তোর!

থাম্,—তুই বন্ধ কর্ গান ;—
শ্রান্তি মোর ছে'য়েছে পরাণ।
তবু যদি গা'বি তুই,— যা রে তুই দূরে,—যথা
নাহি কোন ব্যথা—
যেথা গান—জ্যো'স্নাসনে মিশি'—
প্লাবিয়া রেখে'ছে দশদিশি।

যারে তুই সেই মহাদেশে!—
যেথা গেলে প্রীতি-উৎস এসে
দিবে তোর বক্ষখানি সুখ-শান্তি দিয়ে ভরে'
চিরদিন তরে
বসন্তের মধুর আবেশে।
যারে তুই সেই মহাদেশে!

আমি শুধু আশাহীন হ'য়ে
থাকি হেথা নিরাশারে ল'য়ে।
দীর্ণ বক্ষে হানি' কর, শুধু হাহাকার করি'
রহি গৃহে পড়ি' ;—
অভিশপ্ত ধরণীর মাঝে
মগ্ন হ'য়ে শত মিথ্যা কাযে।

অনাদৃত।

বসন্তেরে ভালবেসেছিনু'—
সে গিয়েছে চলি';
চকিতে থামিয়ে গে'ছে যত
পাখীর কাকলি;
কুসুম ফোটেনা কুঞ্জে আর,—
কুঁড়িগুলি ধীরে
ঝরে' গেছে তপ্ত বৈশাখের
চঞ্চল সমীরে।
আমি যা'রে আজীবন ধরে'
করিনু' সাধনা
সে বারেক এসে—গেল চলি
করিয়ে ছলনা!
বসন্ত-প্রসূনে গাঁথা মোর
প্রণয়ের হার
বড় যত্নে রচে'ছিনু' আমি
আশায় তাহার।—
তা'রে মালা নারিনু পরা'তে
মালা গে'ছে ঝরি';-
এবে তাই চক্ষে মোর সদা
অশ্রু আছে ভরি'!

উপেক্ষিত

নয়ন মানে না বাধা—ঝরে অশ্রুধার!
হৃদয়ে সান্ত্বনা নাই—শুধু হাহাকার!
জগতী বৈচিত্র-হীন! স্মৃতি ম্লানবিভা!
প্রভাতে ঘনান্ধকারে নিবে যায় দিবা।
আজি বীণা তন্ত্রীহীনা—নাহি গাহে গান!
বিরহ-বিধুর, শ্রান্ত, অবসন্ন প্রাণ!
বসে' আছি পথ-চাহি' বঁধুয়ার তরে
শ্লথসজ্জা, আলুথালু, ভগ্ন, শূন্য ঘরে।
দুরাশে জ্বালিত দীপ নিবে নিবে আসে,
কুসুম-রচিত শয্যা ছিন্ন চারিপাশে;—
একাকী রয়েছি বসি'! রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে
মাঝে মাঝে ডাকিতেছি হৃদয়-ঈশ্বরে—
"এস এস প্রাণনাথ!" ডাকি কি লাগিয়া?-
সে স্বর অনন্তমাঝে যেতেছে মিলিয়া!

আয় সুপ্তি, আয়!

আয় তন্দ্রা, আয়!
শুভ্রবাসে তনু ঢাকি' যূথিকা-সুবাস মাখি'
কোমল, সুগৌর পক্ষ খুলি মন্দ বায়,
নব বধূটির মত লাজভরে মাথা নত,
মৃদু হাস্যময় আস্য ভরি' মহিমায়,
এ তপ্ত অন্তর'পরে অনন্ত করুণাভরে
বুলায়ে অঞ্চলখানি সিক্ত জ্যোছনায়,—
আয় তন্দ্রা, আয়!

আয় সুপ্তি, আয়!
প্রগাঢ়, গভীর প্রেমে স্বর্গ হ'তে এস নেমে',
এস প্রীতিময়ি, এস নামি' এ ধরায়!
চিন্তায় দহি'ছে হিয়া দেহ বহ্নি নিবাইয়া;
বিস্মৃতি-প্রলেপ দেহ লেপিয়া তথায়।
স্নিগ্ধ করি' তপ্ত প্রাণ, দুঃখ করি, অবসান,
আলোকি' আঁধার হৃদি' মাধুরী-প্রভায়
আয় সুপ্তি, আয়!

আয় নিদ্রা, আয়!
দুর্ব্বহ চিন্তার ভার সহ্য নাহি হয় আর,
মস্তক পড়ি'ছে ঢলি' দারুণ ব্যথায়,
ভার-পিষ্ট শির মম লহ তুলি' নিরুপম,
ওই তব শান্তিময় ক্রোড়ের ছায়ায়।
অতলে ডুবা'য়ে মোরে দেহ ক্লান্তি দূর করে',
নিবিড় বিশ্রাম শুধু দিও হে আমায়,
আয় নিদ্রা, আয়!

আয় দেবি, আয়!
একান্ত ডুবাও ধীরে অনন্ত সাগর-নীরে,—
কাতরে কাঁদিছে প্রাণ ঘোর নিরাশায়।
ডুবায়ে অতল-তলে গভীর সে নীল জলে
যদি এ বিরহী চিত্ত কভু শান্তি পায়,—
যদি স্বপ্নালোকে তাঁ'রে পাই কভু দেখিবারে,—
যদি হৃদি' ভরে ওঠে নবীন শোভায়!
আয় দেবি, আয়!

অবসান।

আসে ঘুম আঁখি পাতে।
আশা আছে,— তাঁ'র সাথে
পুনঃ দেখা হ'বে!—
যাই ধীরে ডুবে' যাই,
কোলাহলে কায নাই
বৃথা আর তবে!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত

অপর গীতিকাব্য

অরুণ।

(২০১ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও কলিকাতার অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।)

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট। মূল্য,—সিল্কে বাঁধানো এক টাকা, কাগজে বাঁধানো আট আনা মাত্র।

যাবতীয় মাসিক ও সংবাদপত্রে "অরুণে"র সমালোচনা বাহির হইয়াছে। এস্থলে মাত্র কয়েকটি মতামত উদ্ধৃত হইল।

" * * * অনেকদিন পরে প্রাণের কবিতা পাঠ করিয়া আমরা সত্য সত্যই শান্তিলাভ করিলাম। দেবকুমারবাবু সৌন্দর্য্যের সেবক কিন্তু সে সৌন্দর্য্য দেবোপভোগ্য, তাহাতে অন্য কোন গন্ধ নাই। বসুমতীতে স্থানাভাব, নতুবা দেবকুমারবাবুর কবিতাগুলি এক একটি

করিয়া তুলিয়া দেখাইতাম যে, কেমন সরলসুন্দর তাঁহার কবিতা, কেমন প্রাণস্পর্শী তাঁহার ব্যাকুলতা, কেমন নন্দনসুবাসে তাঁহার কুঞ্জ আমোদিত। * * *"——বসুমতী, ১৫ই জৈষ্ঠ, ১৩০৯।

"* * * প্রথম রচনা হইলেও ইহাতে দেবকুমারবাবুর যথেষ্ট কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আমরা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। কালে দেবকুমারবাবু কবিবর্গমধ্যে যে উচ্চাসন লাভ করিবেন, তাঁহার "অরুণ" যে কালে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যে পরিণত হইবে, তাহা তাঁহার এই রচনাতেই বুঝা যাইতেছে। * * *"——সময়, ৩০শে জৈষ্ঠ, ১৩০৯।

"তরুণ কবির অরুণ কাব্য পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। * * * কবির মৌলিকতা * * মৃগনাভির মত সৌরভসম্পদশালী। * * * অরুণালোকে যে, তরুণ কবিপ্রতিভার মুকুল লক্ষিত হইল, চর্চ্চায়, তাহার পূর্ণ বিকাশে বাঙ্গালী পাঠক আনন্দলাভ করিবেন। * * *" ——প্রতিবাসী, ৯ই ভাদ্র, ১৩০৯।

"* * * In obedience to the present fashion of printing poems and poetical pieces in the best of styles, on thick and glazed paper and nicely bound, the volume before us has been so nicely got up as to leave nothing to be desired. The pieces embrace a variety of subjects, and the way they have been

handled certainly does credit to the young poet, who may, without our running the risk of being contradicted, be called a dawning genius."—*The Amrita Bazar Patrika*, *March*, 1902.

"যিনি বাল্যে অথবা শৈশবে এই প্রকার বীণাঝঙ্কার করিতে শিখিয়াছেন, পরিণত বয়সে তাঁহার বংশীধ্বনিতে যে সমগ্র বঙ্গভূমি উন্মাদিনী হইবে, তাহা নিশ্চিত। * * * আমাদের আশা আছে, ভারতীর সুসন্তান প্রিয় কবিবরের প্রতিভা বয়োবৃদ্ধির সহিত পূর্ণভাবে বিকাশিত হইয়া বঙ্গদেশে সুধা-বর্ষণ করিবে। * * * "——বিকাশ, ১৩ই জৈষ্ঠ, ১৩০৯।

" 'অরুণে'র যে বাহ্য সৌন্দর্য্যই আছে তাহা নহে, উহার আভ্যন্তরীণ শোভাও মনোহারিণী। * * * কবিতাগুলি বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষিণী, উচ্ছ্বাসময়ী, উন্নতভাবপ্রকাশিকা। * * * গ্রন্থকারের ভাষাও সরল এবং প্রাঞ্জল। * * * কবি 'অরুণে' যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে আশা করা যায়, একদিন তিনি কাব্যসংসারে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবেন। * * * "——বাঁকুড়াদর্পণ, ২৩শে জুলাই, ১৯০২।

"পাঠ করিয়া দেখা গেল, কবিতায় লালিত্যের পারিপাট্য আছে, * * রচনা ভাব-রসযুক্ত। পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। * * * "——জন্মভূমি, আষাঢ়, ১৩১০।

"নবীন কবি দেবকুমারের মৌলিকত্বের অভাব নাই ; সেই মৌলিকতা সরস, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। * * *"——নবযুগ।

"সমালোচ্য কাব্যখানিতে কোথাও প্রণয়-প্রলাপ না পাইয়া আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। কবির কুসুমচয়ন দেবোদ্দেশ্যে হইয়াছে, প্রিয়ার কণ্ঠহারের জন্য নহে। * * বড় মধুর লাগিল। * * *"
——বরিশাল-হিতৈষী, ১লা আশ্বিন, ১৩০৯।

"* * * The volume before us is rich in the promises of a distinguished poetical career ; for, the author of which, we trust, will be dedicated to the services of his country. To no higher mission can a poet address himself than to be the guide and instructor of his people and to lead them upwards and onwards to a higher and nobler life. Dante was the creator of modern Italy. Who is to be the poet of the regenerated India ? Hem Chandra Banerjee and Nabin Chandra Sen have shown the way. Will the representatives of a younger generation follow their lead, fill their places and still further stimulate the generous emotions and the patriotic ardour which responded the music of their verses ? To the young poet, whose verses we are reviewing, we can offer no nobler career or one more worthy of the gifts, of which there is so much evidence in the book before us. The style of the author is simple and sonor-

ous, his thoughts pure and elevating. We commend the poem to the favourable notice of the public * * *"—*The Bengalee*, 1, Nov., 1903.

"বাহ্য সৌন্দর্য্যের সহিত ভিতরেরও বেশ মিল আছে। * * অরুণের কবি চিন্তাশীল ও ভাবুক। * * * কবির প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে আয়াস পাইতে হয় না। * * * ভারতীর চরণে কবির নিবেদন বড়ই আশাপ্রদ; ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, কবির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।"——উৎসাহ।

"* * * কবিতাগুলি সরল ও সুন্দর। পাঠ করিলেই নবোদ্গত কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। * * *"——বঙ্গভাষা, চৈত্র, ১৩১০।

"* * * দেবকুমার দেবশিশু, কাব্য রাজ্যের আনন্দিত স্ফুট কুসুম। দেবকুমারের ভাষা ভাল, রুচি ভাল, শিল্প-নৈপুণ্য ভাল। * * * গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল! * * *" —— নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩০৯।

"* * * অরুণের লেখা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি মধুরতাপূর্ণ। * * *"——কাশীপুরনিবাসী, ৭ই শ্রাবণ, ১৩০৯।

"* * * The young author, in his first attempt at authorship has, however, not only shown that he has in him those tendencies of life which can stimulate and inspire the higher instincts of man, and contribute towards the their steady growth and development, but also that he has in him the instinctive genius of a poet—that nature had sown in him with all the care of a kind mother, the seeds of a life, which is pre-eminently fit for metrical composition. His sweet and simple style, his chaste and elegant thoughts and sentiments are the unmistakable index of the poetic talents which he possesses. * * * "Arun" is verily the dawn of that glorious day. * * * Keats, who charmed the world by the heavenly music of his silver pipe and who was, in fact, the soul of the age he lived in, has sung in his "Emdymion" :—

A thing of beaty is joy for ever,
Its loveliness increases ; it will never
Pass into nothingness, but still will keep
A bower quite for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health and quiet breathing."

And it can, perhaps be rightly said that the work under review although lt is the first fruit of the young author, will live, for it is * * * verily a thing of beauty."—*The Indian Mirror*, November, 1903.

" * * * 'অরুণ' তরুণ কবির প্রতিভারুণের অরুণালোক। ইহার ভাষাটি সহজ ও সুখবোধ্য,—কবিতাগুলিতে সরস্বতীর

ক্রীড়াশীল পদের মঞ্জীরধ্বনি শুনা যায় না—কিন্তু শান্ত, সৌম্য, ধীর গমনে তিনি যেন তরুণ কবির কুঞ্জে আসিয়া তাঁহার ললাটে ভাবী সুযশের স্বপ্ন আঁকিয়া দিতেছেন। * * *”——ভারতী, পৌষ, ১৩১০।



